আর্কাইভ
অনুশাসন / কাস্টমস / ভ্যাট / বিবিধ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন, সেগুনবাগিচা,ঢাকা
[কাস্টমস]

স্থায়ী আদেশ নং-০৪/২০১৯/কাস্টমস

তারিখ:১০/০১/২০১৯খ্রি:

বিষয়: অখালাসকৃত বা চোরাচালানের অভিযোগে আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত পণ্যের নিষ্পত্তি পদ্ধতি।

আমদানিকৃত বা রপ্তানিতব্য অখালাসকৃত বা চোরাচালানের অভিযোগে আটককৃত এবং রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্তকৃত পণ্যের নিষ্পত্তি সংক্রান্ত ইতোপূর্বের সকল আদেশ বাতিলপূর্বক Customs Act, 1969 এর Section 219 (B) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ আদেশ জারি করা হলো।

২। সংজ্ঞা: এই আদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে-

ক) 'কমিশনার' অর্থ, 'Customs Act, 1969' এর Section 3 এর অধীন নিযুক্ত কমিশনার অব কাস্টমস ও মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ২০ অনুযায়ী নিযুক্ত কমিশনার, মূল্য সংযোজন কর;

খ) 'কাস্টমস কর্মকর্তা' অর্থ Customs Act, 1969 এর Section 3 এর অধীন নিযুক্ত কোন কর্মকর্তা;

গ) 'গুদাম কর্মকর্তা' অর্থ কমিশনার কর্তৃক কাস্টম গুদামের দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন কাস্টমস কর্মকর্তা;

ঘ) 'পচনশীল পণ্য' অর্থ সকল প্রকার জীবন্ত পশু, পাখি, মাছ, মাছের পোনা, মালাস্কাস, ইস্ট; সকল প্রকার তাজা ফুল, ফল, উদ্ভিদ, খেজুর, তামাক (প্রক্রিয়াজাত নহে); তৈলবীজ, আলু বীজসহ সকল ধরণের বীজ, খাদ্যশস্য ও শস্য (টিনজাত ও মোড়কজাত বা সংরক্ষিত); ডাল, চিনি, লবণ, বীট লবণ, টেস্টিং সল্ট, দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য (বিশেষ ভাবে সংরক্ষিত নয়), প্রক্রিয়াজাত মাংস, হাঁস-মুরগী ও পাখির ডিম, চকলেট, বিস্কুট, চানাচুর, আচার, শুটকি, ফ্রোজেন ও নোনা মাছ, চা-পাতা, কফি, সুপারি, নারিকেল, ঘি, বাটার অয়েল, ফুচকা, চিপস, সেমাই, গুড়, সকল ধরনের বাদাম, নুডলস, সার, কাঁচা চামড়া, পান, মাশরুম, কাঁচা পিঁয়াজ, রসুন, মরিচ, আদা ও হলুদ, কাঁচা শাকসবজি, তেঁতুল, তালমিসরী, সয়াবেড়ি ডি, কিসমিস, মেয়াদ উল্লেখ রয়েছে এমন সকল ধরনের খাদ্যদ্রব্য, প্রসাধন সামগ্রী, ঔষধ, ঔষধের কাঁচামাল, কেমিক্যাল এবং সামগ্রিক বিবেচনায় গুণগত মান দ্রুত হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এমন পণ্য;

ঙ) 'ধ্বংস' অর্থ এই আদেশে বর্ণিত পদ্ধতিতে নিষ্পত্তিযোগ্য পণ্য ধ্বংস;

চ) 'নিলাম' অর্থ এই আদেশে বর্ণিত গোপনীয়, প্রকাশ্য, তাৎক্ষণিক এবং ই-নিলাম (E-Auction) পদ্ধতি ব্যবহারপূর্বক পণ্যের নিষ্পত্তি;

ছ) 'নিলাম পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ' অর্থ এসিস্ট্যান্ট কমিশনার/ডেপুটি কমিশনার অব কাস্টমস (নিলাম) বা কমিশনার কর্তৃক নিলাম সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মনোনীত এক বা একাধিক কর্মকর্তা;

জ) 'নিলামকারী (Auctioneer)' অর্থ নিলাম পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষকে নিলাম পরিচালনার কাজে সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কমিশনার কর্তৃক চুক্তিভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্ত কোন প্রতিষ্ঠান;

ঝ) 'নিস্পত্তি' অর্থ এই আদেশে বর্ণিত নিলাম, ধ্বংস বা অন্যবিধ উপায়ে আমদানিকৃত বা রপ্তানিতব্য বা অন্য কোন উপায়ে নিষ্পত্তিযোগ্য পণ্যের নিষ্পত্তি;

ঞ) 'নিষ্পত্তিযোগ্য পণ্য' অর্থ Customs Act, 1969 এর Section 15 ও Section 16 এবং সেই সঙ্গে পঠিতব্য Import and Export (Control) Act, 1950 এর Section 3(1), Foreign Exchange (Regulation) Act, 1947 এর Section 8 এর Sub-Section (1), (2) এবং Special Power Act, 1974 এর সংশ্লিষ্ট ধারা লঙ্ঘনের কারণে আটককৃত বা বাজেয়াপ্তকৃত পণ্য যা কাস্টমস গুদামে জমা প্রদান করা হয়েছে। আমদানিকৃত বা রপ্তানিতব্য পণ্য, যা Customs Act, 1969 এর সংশ্লিষ্ট ধারার বিধান অনুযায়ী নির্ধারিত সময় এবং উক্ত সময়ের পর কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অতিরিক্ত সময়েও খালাস না নেয়ার কারণে নিলামযোগ্য বা রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এমন পণ্যও এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

ট) 'বন্দর কর্তৃপক্ষ' অর্থ আমদানি ও রপ্তানি কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সমুদ্র বন্দর, নৌবন্দর, স্থল বন্দর এবং একই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত অনুরূপ কোন বন্দর কর্তৃপক্ষ।

৩। নিষ্পত্তিযোগ্য পণ্য গ্রহণ পদ্ধতি:

(ক) কাস্টমস কর্তৃপক্ষসহ চোরাচালান নিরোধ সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা কর্তৃক চোরাচালানের অভিযোগে আটককৃত পণ্য অফিস চলাকালীন কাস্টমস গুদামে জমা গ্রহণ করা যাবে। তবে পচনশীল পণ্য অফিস সময়ের পরও গ্রহণ করা যাবে।

(খ) উল্লিখিত সংস্থা কর্তৃক নিষ্পত্তিযোগ্য পণ্য জমা প্রদানের সময় ৩ (তিন) প্রস্থ আটক প্রতিবেদন গুদাম কর্মকর্তার নিকট দাখিল করতে হবে। গুদাম কর্মকর্তা পণ্যের বাস্তব অবস্থা/বর্ণনা (মডেল, ব্র্যান্ড, আর্ট/পার্ট নম্বরসহ) পরিমাণ, মেয়াদ আনুমানিক মূল্য ইত্যাদি গুদাম রেজিস্টারে (জি আর) লিপিবদ্ধ করে জি আর নাম্বার ও তারিখ আটক প্রতিবেদনে উল্লেখ করবেন এবং স্বাক্ষর ও নামীয় সিল প্রদান করবেন। উক্তভাবে স্বাক্ষরিত আটক প্রতিবেদনের প্রথম কপি পণ্য জমাদানকারী কর্তৃপক্ষকে প্রদান করবেন, দ্বিতীয় কপি সংশ্লিষ্ট ন্যায়-নির্ণয়নকারী কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপন করবেন এবং তৃতীয় কপি নথিতে সংরক্ষণ করবেন।

(গ) আমদানিকৃত বা রপ্তানিতব্য নিষ্পত্তিযোগ্য পণ্য কাস্টমস গুদামে অথবা কাস্টমস বন্ডেড নিলাম গুদামে স্থানান্তর করতে হবে।

৪। নিষ্পত্তিযোগ্য পণ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি:

(ক) মূল্যবান ধাতু (স্বর্ণ, রৌপ্য, প্লাটিনাম ইত্যাদি) এবং বৈদেশিক মুদ্রা কাস্টমস গুদামে গৃহীত হওয়ার ০৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে নিকটস্থ বাংলাদেশ ব্যাংক অথবা ট্রেজারি ব্যাংক শাখায় জমা প্রদান করতে হবে। উক্তরূপে জমা প্রদান সম্ভব না হলে যথাসম্ভব দ্রুততার সাথে আইন ও বিধিগত আনুষ্ঠানিকতা পালন করে বাংলাদেশ ব্যাংকের স্থানীয় শাখা বা প্রধান শাখায় জমা প্রদান করতে হবে। তার পূর্বে এ জাতীয় পণ্য যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণপূর্বক সংশ্লিষ্ট কাস্টমস কর্তৃপক্ষের মূল্যবান গুদামে সংরক্ষণ করতে হবে।

(খ) অন্যান্য নিষ্পত্তিযোগ্য পণ্য নিষ্পত্তির ধরণ (নিলাম, ধ্বংস বা অন্যবিধ) অনুসারে গুদামে সাজিয়ে রাখতে হবে যেন পরবর্তীতে সনাক্তকরণ বা পরিদর্শন কার্যক্রম গ্রহণ সহজ হয়।

৫। আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক বা দাবীদারকে নোটিশ প্রদান:

আমদানিকৃত বা রপ্তানিতব্য পণ্য Customs Act, 1969 এর সংশ্লিষ্ট ধারার বিধান অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে খালাস নেয়া বা রপ্তানি করা না হলে উক্ত পণ্য রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্তির পূর্বে সংশ্লিষ্ট আমদানিকারক বা রপ্তানিকারককে পণ্য খালাস নেয়ার বা রপ্তানি করার জন্য অথবা চোরাচালানের অভিযোগে আটক ও জমাকৃত পণ্যের দাবীদার থাকলে উক্ত দাবীদারকে তাঁর দাবী প্রতিষ্ঠার সুযোগ প্রদানের জন্য ১০ (দশ) কার্যদিবস সময় প্রদান করে নোটিশ জারি করতে হবে। আন- মেনিফেস্টেড পণ্যচালানের ক্ষেত্রে শিপিং এজেন্ট বা বাহক বরাবরে এবং পণ্যের মালিকের ঠিকানা জানা না থাকলে সংশ্লিষ্ট কাস্টম হাউস বা কমিশনারেটের নোটিশ বোর্ডে নোটিশ টাঙাতে হবে। আমদানিকৃত বা রপ্তানিতব্য পণ্যের ক্ষেত্রে উক্ত নোটিশ সংশ্লিষ্ট সিএন্ডএফ এজেন্ট এবং লিয়েন ব্যাংককেও প্রদান করতে হবে।

৬। নিলাম কমিটি:

এডিশনাল কমিশনার বা জয়েন্ট কমিশনারকে আহ্বায়ক করে সংশ্লিষ্ট কাস্টম হাউস/কমিশনারেটে দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিশনার একটি নিলাম কমিটি গঠন করবেন। কমিটিতে নিলাম সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ ছাড়াও অন্যান্য কর্মকর্তাগণকে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। তবে এসিস্ট্যান্ট/ডেপুটি কমিশনার অব কাস্টমস্ (নিলাম) উক্ত কমিটির সদস্য সচিব হবেন।

৭। নিষ্পত্তিযোগ্য পণ্য নিষ্পত্তি পদ্ধতি:

(ক) নিলামের মাধ্যমে নিষ্পত্তি:

(১) নিলামের যোগ্যতা:

(i) উপ-অনুচ্ছেদ (খ) ও (গ) তে বর্ণিত 'নিলাম ব্যতীত অন্য উপায়ে নিষ্পত্তি' এবং ধ্বংসের মাধ্যমে নিষ্পত্তিযোগ্য পণ্য ব্যতীত সকল প্রকার আমদানিকৃত বা রপ্তানিতব্য বা চোরাচালানের অভিযোগে আটককৃত বা বাজেয়াপ্তকৃত পণ্য নিলামে বিক্রি করা যাবে। তবে বৈদেশিক মিশন বা কূটনীতিক কর্তৃক আমদানিকৃত পণ্য নিলামের পূর্বে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

(ii) আমদানি নিষিদ্ধ ও শর্তসাপেক্ষে আমদানিযোগ্য পণ্য (শিল্পের কাঁচামালসহ) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমতি নিয়ে নিলামে বিক্রি করা যাবে।

(iii) অবাধে আমদানিযোগ্য শাড়ী প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ভান্ডারে গ্রহণযোগ্য না হলে তা নিলামে বিক্রি করা যাবে।

(iv) আখালাসকৃত, আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত চিনি ও লবণ টিসিবি গ্রহণ না করলে তা নিলামে বিক্রি করা যাবে।

(v) আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত সকল প্রকার সুতা তাঁত বোর্ড কর্তৃক বরাদ্দপ্রাপ্ত সমিতি উত্তোলনে ব্যর্থ হলে তা নিলামে বিক্রি করা যাবে।

(vi) নিষ্পত্তিযোগ্য পণ্য আদালতে বিচারাধীন থাকলে Customs Act, 1969 এর Section 156 এর Sub-Section (3) ও Sub-Section (4) এর বিধান অনুযায়ী নিলামে বিক্রি করা যাবে।

(২) নিলাম পদ্ধতি:

(অ) **পচনশীল পণ্যের ক্ষেত্রে:** নিষ্পত্তিযোগ্য পণ্য পচনশীল পণ্য হলে তা দ্রুত নিলামের উদ্দেশ্যে প্রকাশ্য নিলামের আয়োজন করতে হবে। এক্ষেত্রে পণ্য গ্রহণের পরপরই প্রকাশ্য নিলামের সময় নির্ধারণ করে কমপক্ষে ২ (দুই) কিলোমিটার পর্যন্ত চতুর্দিকে পর্যাপ্ত মাইকিং করতে হবে। প্রকাশ্য নিলামে অংশগ্রহণে ইচ্ছুকদের নামের তালিকা করে প্রত্যেকের নিকট থেকে নিলামযোগ্য পণ্যের আনুমানিক মূল্যের কমপক্ষে ১০% মূল্যের সমপরিমাণ অর্থ নগদে/পে-অর্ডার বা অন্য কোন মাধ্যমে নিলামকারী (Auctioneer) এর নিকট জামানত হিসেবে জমা রাখতে হবে যা নিলাম কার্যক্রম শেষে ফেরত বা সমন্বয়যোগ্য। প্রকাশ্য নিলামে প্রাপ্ত সর্বোচ্চ মূল্যে সংশ্লিষ্ট নিলামের পণ্য বিক্রি করতে হবে।

(আ) **অপচনশীল পণ্যের ক্ষেত্রে:** অপচনশীল পণ্যের নিলামের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ধাপসমূহ অনুসরণ করে গোপনীয় (E- Auction সহ) নিলাম পদ্ধতিতে নিলাম সম্পন্ন করতে হবে-

(i) **নিলামযোগ্য পণ্যের তালিকা ও লট প্রস্তুতকরণ:** আমদানিকৃত বা রপ্তানিতব্য পণ্যচালান Customs Act, 1969 দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে খালাস নেয়া বা রপ্তানি সম্পন্ন না হলে মেয়াদ শেষ হওয়ার ৫(পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে বন্দর কর্তৃপক্ষ ঐ সমস্ত পণ্যচালান সংশ্লিষ্ট দলিলাদি ও তালিকা কাস্টমস কর্তৃপক্ষকে সরবরাহ করবে। পাশাপাশি The Customs Act, 1969 দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে (২১/৩০ দিন যে ক্ষেত্রে যেরূপ প্রযোজ্য) অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথেই ASYCUDA WORLD System এ সংশ্লিষ্ট বিল অব এন্ট্রি এবং আইজিএম Automatic Red Flagged হয়ে যাবে। এভাবে ASYCUDA WORLD এ সংযোজনী আনতে হবে এবং পরবর্তীতে সিস্টেম থেকে Red Flagged তালিকা Generate করে নিলাম কমিটি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম শুরু করবে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অখালাসকৃত পণ্য চালানের তালিকা পাওয়ার পর তালিকায় উল্লিখিত পণ্যচালান খালাস নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট আমদানিকারক বা রপ্তানিকারককে নোটিশ প্রদান করবেন। উক্ত নোটিশ প্রদান করার পরও নোটিশে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পণ্যচালান খালাস না নিলে ঐ সমস্ত পণ্য নিলামে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করতে হবে। চোরাচালানের অভিযোগে আটককৃত পণ্যচালানের কোন দাবীদার না থাকলে বা দাবীর বিষয়টি প্রমাণিত না হলে তাও রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করতে হবে। বাজেয়াপ্তকৃত পণ্যচালান নিলামের উদ্দেশ্যে লটভুক্ত করে প্রতিটি লটের বিপরীতে একটি নাম্বার প্রদান করতে হবে। প্রতি মাসে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অন্তত ১(এক) টি নিলাম পরিচালনার লক্ষ্যে নিলামযোগ্য পণ্যের তালিকা ও লট প্রস্তুত করতে হবে। ইতোপূর্বে ৩ (তিন) টি নিলামে বিক্রি হয়নি এমন একাধিক লটের পণ্যচালান একত্রে করে অথবা পূর্বে উক্তরূপে বিক্রি হয়নি এমন লটকে বর্তমান লটের সাথে একত্রে করে একটি মেগালট তৈরি করা যাবে।

(ii) **লটভুক্ত পণ্যের কায়িক পরীক্ষণ বা ইনভেন্ট্রি:** লটভুক্ত পণ্যের মূল্য নির্ধারণের লক্ষ্যে এর গুনগত মান, পরিমাণ ইত্যাদি পরীক্ষা করে প্রতিবেদন প্রদানের জন্য নিলাম শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত রেভিনিউ অফিসার নিলাম শাখার এসিস্ট্যান্ট রেভিনিউ অফিসার এবং ক্ষেত্র বিশেষে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে অন্যান্য শাখার এসিস্ট্যান্ট রেভিনিউ অফিসারদের সমন্বয়ে একাধিক ইনভেন্ট্রি টীম গঠন করবেন। উক্ত টীম কোন্ সময়ে পণ্যচালান পরীক্ষণ করবেন তা পরীক্ষণের পূর্বেই, প্রয়োজনে বন্দর কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে, বন্দর কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে অবহিত করবেন। বন্দর কর্তৃপক্ষ উক্ত সময়ে পণ্য পরীক্ষণের সামগ্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। উক্ত টীম বন্দরের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে প্রতিটি লটের পণ্য কায়িক পরীক্ষা করবেন এবং কায়িক পরীক্ষা প্রতিবেদনের সাথে পূর্বের জেটি পরিক্ষণ কর্তৃক প্রদত্ত কায়িক পরীক্ষার প্রতিবেদন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সমন্বয় করবেন এবং ইনভেন্ট্রি টীমের সদস্য ও বন্দরের প্রতিনিধির স্বাক্ষর গ্রহণ করে রেভিনিউ অফিসার (নিলাম) এর নিকট নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উপস্থাপন করবেন। কোন পরীক্ষণ প্রতিবেদন সন্দেহজনক হলে রেভিনিউ অফিসার (নিলাম), নিলাম পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনাক্রমে পুনরায় পণ্যচালান পরীক্ষণ করতে পারবেন। চোরাচালানের অভিযোগে আটককৃত পণ্যের ক্ষেত্রে গুদামে জমাদানের সময় প্রস্তুতকৃত জি.আর ইনভেন্ট্রি হিসেবে গন্য হবে। এ জাতীয় পণ্য যেরূপ বর্ণনা ও পরিমাণে গ্রহণ করা হবে সেরূপ বর্ণনা ও পরিমাণ উল্লেখ পূর্বক লটভুক্ত হবে। তবে পণ্য গ্রহণের পর কোন কারণে পণ্যের গুণগত মান হ্রাস পেয়েছে মর্মে গুদাম কর্মকর্তা লিখিতভাবে নিলাম পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষকে অবহিত করলে উক্ত পণ্যচালান ইনভেন্ট্রি করা যাবে। ইনভেন্ট্রিতে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে পণ্যের সংরক্ষিত মূল্য নিরূপন করতে হবে।

(iii) **ক্যাটালগ তৈরি:** নিলাম পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ ইনভেন্ট্রিকৃত লটের পণ্য নিলামে বিক্রির উদ্দেশ্যে কমিশনারের অনুমোদনক্রমে নিলামের তারিখ ও সময় নির্ধারণ করবেন। উক্ত তারিখের পর্যাপ্ত সময় পূর্বে লটগুলোকে নিলাম ক্যাটালগভুক্ত করার জন্য লটের তালিকা নিলামকারীকে সরবরাহ করতে হবে। নিলামকারী